সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজিঃ নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন -১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্মচারীদের ২ | বাগভুগই এর বার্ষিক গবেষণা ৩ | রংপুরে ফসলে ক্ষতিকর পোকা ৪ | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু ৬

উৎপাদন বাড়িয়ে লেবুজাতীয় ফসলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে -মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

উৎপাদন বাড়িয়ে লেবুজাতীয় ফসলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সিলেটের আগের সেই স্মৃতিময় সুস্বাদু কমলা ফিরিয়ে আনতে হবে। এ কমলা ফিরিয়ে আনার জন্য বাগান তৈরির উদ্যোগ নিলে সরকার প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়ামে 'লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পে'র অবহিতকরণ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, লেবুজাতীয়সহ অনেক প্রজাতির ফলে দেশ এখনো আমদানি নির্ভর।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

পাবনায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধানদের সাথে কৃষি সচিবের মতবিনিময়

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করছেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

পাবনা জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তরের কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

প্রধান অতিথি কৃষি উৎপাদনের মূল হাতিয়ার বীজ উল্লেখ করে বলেন, ভালো বীজ নিশ্চিত না হলে ভালো উৎপাদন হবে না। এজন্য গবেষণা করার জন্য গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। বীজের চাহিদা সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। কৃষি গবেষণা, বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণসহ অনান্য দপ্তরের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে।

ফসলের বীজ কৃষক পর্যায়ে তৈরি করতে হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য সীড ভিলেজ তৈরি করতে হবে। এছাড়া বিএডিসির মাধ্যমে বীজের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। লাভজনক নতুন ফসল ও প্রযুক্তিতে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া তিনি বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি কৃষিবিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণবিদদের খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্মচারীদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলন কক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে ভিডিও ক্যামেরা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দুই দিনব্যাপী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. নূরুল ইসলাম, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের সমাপনীতে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারের জন্য ৬ জন ইনোভেশন কর্মচারীকে সম্মাননা প্রদান করেন ❑কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, কৃতসা

ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সঠিক সময়ে পূর্বাভাস প্রাপ্তি অতি জরুরি

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভবিষ্যৎ কৃষি ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের আশঙ্কা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রস্তুতির জন্য এলাকাভিত্তিক কৃষি আবহাওয়ার তথ্য সংকলন ও পূর্বাভাস জরুরি। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে অচিরেই কৃষক পর্যায়ে বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা অগ্রিম প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি কমে যাওয়ার পাশাপাশি জানমালের ক্ষয়ক্ষতিও এড়ানো সম্ভব হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আ ক ম শাহরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল এগ্রোমিটিওরলজিক্যাল টেকনিকাল কনসালট্যান্ট ড. নবাংশু চট্টোপাধ্যায়। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা)

উদ্ভাবক- ড. মোঃ আব্দুল লতিফ আকন্দ, বিএআরআই, গাজীপুর

প্রজনন বীজ উৎপাদন মাঠ, বিএআরআই, গাজীপুর

আমন ধান-সরিষা-পাট ডালজাতীয় ফসল অন্যান্য ফসল শস্য বিন্যাসে চাষের উপযোগী নতুন উচ্চফলনশীল বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা) জাত ২০১৮ সালে উদ্ভাবন করেছে তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গাজীপুর। এই জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষযোগ্য; বপন সময়- অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি; বীজের হার- ৬.৫ থেকে ৭.০ কেজি/হেক্টর; গাছের উচ্চতা-৯০ থেকে ১২৫ সেমি.; জীবনকাল- ৯৫ থেকে ১০০ দিন; ফলন-২০০০ থেকে ২৫০০ কেজি/হেক্টর (বারি সরিষা-১৪ এর চেয়ে ৩০-৬০% ভাগ বেশি ফলন দিয়ে থাকে); বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের; বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%। তেলের গুণগত মান লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইরুসিক এসিড-১.০৬% (সাধারণ সরিষায়: ২০-২৫%); লিনোলিক এসিড (ওমেগা-৬)- ২৪% (সাধারণ সরিষায় : ১৪-১৫%); লিনোলেনিক এসিড (ওমেগা-৩)-৯% (সাধারণ সরিষায় : ৭-৮%); ওলিক এসিড (ওমেগা -৯)- ৫৮% (সাধারণ সরিষায়: ১৭-২০%); গ্লোকোসিনোলেট (মাইক্রোমোল/গ্রাম)-১৪ মাইক্রোমোল/গ্রাম (সাধারণ সরিষায় : ১৯-২৪%)।

এ বিষয়ে আরও তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গাজীপুর।

বাগভুগই এর বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা

কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে গমের চাহিদা ৭০ লক্ষ টন আর উৎপাদন মাত্র ১১ লক্ষ টন। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে আমাদের গম ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর এ জন্য গবেষণার বিকল্প নাই। তিনি গম ও ভুট্টার নতুন জাত ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তিগুলো কৃষকের দোরগোড়ায় তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণকে নির্দেশনা দেন। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন যে, সবার প্রচেষ্টায় আমরা অচিরেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণাইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ এছরাইল হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাগভুগই, দিনাজপুর এবং ড. মোঃ আব্দুল ওহাব, পরিচালক (গবেষণা), বারি, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কৃষক প্রতিনিধি।

হাওর অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়

৪র্থ পাতার পর

কর্মশালাটি কারিগরী ও আলোচনা দু'টি সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরী সেশনে ব্রির উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাদের বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতে হাওড় অঞ্চলে বোরো আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলি তুলে ধরেন এবং অন্যান্য দপ্তর সংস্থাও তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে জনাব ড. মো. শাহজাহান কবীর, পরিচালক, ব্রি, গাজিপুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রনালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ ও কৃষিবিদ জনাব মো. শাহজাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। এ ছাড়াও কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারী, সফল কৃষক, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিতে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে আমাদের কাজ করতে হবে- মহাপরিচালক

এসএম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

কৃষিতে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কৃষি কর্মচারীদের কাজ করতে হবে। ১ অক্টোবর ২০১৯ বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা কর্মশালায় খয়েরতলাস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড.মোঃ আব্দুল মুঈদ বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি সুযোগ্য মহাপরিচালকের কথা প্রসংঙ্গে বলেন, আমি সুযোগ্য হব যখন আমার প্রত্যেক কৃষি কর্মচারী কৃষি উন্নয়নে সুযোগ্য হবে। তিনি আরো বলেন, প্রকল্প শেষে প্রকল্পের প্রযুক্তি চাষীরা অনুসরন করছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। এসডিজি অর্জনের জন্য জিরো হাঙ্গারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রত্যেক সোমবার যশোর অঞ্চলের প্রতি ব্লকে আলোক ফাঁদ ব্যবহারের দিন ধার্য্য করেন। সরিষা, সূর্যমুখি ও ভুট্টার চাষ বাড়ানোর জন্য উপস্থিত কৃষি কর্মচারীদের দিক নির্দেশনা দেন। প্রত্যেক উপজেলায় দুইটি গ্রামকে নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম করার উল্লেখ করে বলেন, যেখানে ফেরোমন ফাঁদ,ইয়োলোট্রাপ, জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি একটি গ্রামকে ফলের গ্রাম করা হবে।

অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চল যশোর কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিচালক সরেজমিন উইং কৃষিবিদ চন্ডীদাস কুন্ডু। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এটিআই ঝিনাইদহের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ রিফাতুল হোসাইন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আরএআরএস যশোর ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস ও যুগ্ম পরিচালক বিএডিসি (সার) প্রকাশ কান্তি মন্ডল। স্বাগত ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প কৃষিবিদ মোঃ রুহুল কবির।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন পরিচালক সরেজমিন উইং কৃষিবিদ চন্ডীদাস কুন্ডু। এতে ৬ টি জেলার প্রকল্পের কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়।

রংপুরে ফসলে ক্ষতিকর পোকা শনাক্তকরণে আলোক ফাঁদ পদ্ধতি

মো. শফিকুল ইসলাম শানু, কৃতসা, রংপুর

আলোক ফাঁদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন ড. মো. সরওয়ারুল হক, উপপরিচালক, রংপুর, ডিএই

রংপুর জেলায় তারাগঞ্জ উপজেলায় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আমন ধান ফসলে ক্ষতিকর পোকা শনাক্তকরণে একযোগে ১৫টি ব্লকে আলোক ফাঁদ পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোঃ সরওয়ারুল হক আমন ধান ফসলে পোকার উপস্থিতি পর্যাবেক্ষণ করে বলেন, ধান ফসলের পোকার উপস্থিতি শনাক্তকরণ ও দমনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কৃষক ভাইয়েরা এগিয়ে আসলে চলতি মৌসুমে ধান ফসলের পোকার উপস্থিতি নির্ণয় ও দমনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে এটি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তিনি আরও বলেন, আমন ধানের পোকা শনাক্তকরণে আলোক ফাঁদ পদ্ধতি জনপ্রিয় হচ্ছে। এ পদ্ধিতে সন্ধ্যার সময় ধান ফসলের জমি হতে অল্প দূরে বৈদ্যুতিক লাইট জ্বলিয়ে রাখা হয়। ফসলের মাঠে পোকাসমূহ আলোতে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসে। বাল্ব বা হ্যাচাক লাইটের নীচে একটি পানির পাত্র রাখা হয়। পোকা পানিতে পরে চলে না যেতে পারে সে জন্য পানিতে কেরোসিন বা সাবানের গুঁড়া মিশাতে হয়। আলোক ফাঁদের মাধ্যমে মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছফড়িংসহ বেশকিছু পোকার উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। পোকার উপস্থিতি শনাক্ত করে দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ স্থানীয় কৃষকদের সাথে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে আমন ধান ফসলে আলোক ফাঁদ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেন ।

বরিশালে 'ভাতে মানবদেহের পুষ্টি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. রবিউল হক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

'ভাতে মানবদেহের পুষ্টি' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার ৩০ সেপ্টেম্বর২০১৯ বরিশালের বারটান সম্মেলন কক্ষেঅনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) প্রফেসর ড. রবিউল হক।

তিনি বলেন, আমাদের দেহের জন্য নিরাপদ খাদ্যের যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার। তাই শাকসবজি ও ফলের পাশাপাশি ভাতের মাধ্যমেও আমরা পুষ্টির পরিমাণ বাড়াতে পারি। এ জন্য ঢেঁকিছাঁটা চাল খেতে হবে। আমাদের দেশে এখন জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান আবাদ হচ্ছে। ভিটামিনসমৃদ্ধ ধানের জাত অবমুক্তের অপেক্ষায় আছে। এসব বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই আমাদের শ্রম-মেধা স্বার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জামাল হোসেন। মূল প্রবন্ধক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম। সেমিনারে ডিএই, ব্রি, বারি, এসআরডিআই, পবিপ্রবি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকচারী অংশগ্রহণ করেন।

'হাওর অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা

কৃষিবিদ মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট এর আয়োজনে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হোটেল মেট্রো ইন্টারন্যাশনাল, সিলেটে 'হাওড় অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করনীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রনালয়।

প্রধান অতিথি নির্দেশনামূলক আলোচনা করে বলেন, ধান-চাল ক্রয় মৌসুমে সংরক্ষণের জন্য যাতে গুদামের সক্ষমতা থাকে সে দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দিতে হবে; সিলেট অঞ্চলে High value crop যেমন- ড্রাগন ফল, মাল্টা এ ধরনের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে; বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে; কৃষক যাতে খুব সহজে ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

আগামী ২০২০ সাল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে এ বর্ষটি উৎসবমূখর পরিবেশে যাতে উৎযাপিত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়েও আলোচনা করেন। এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

উৎপাদন বাড়িয়ে লেবুজাতীয় ফসলের

প্রথম পাতার পর

ইদানীং দেশের বাজারে সাদা আপেল দেখা যাচ্ছে। দিল্লি বা কলকাতার বাজার ও হোটেলে এসব ফল দেখা যায় না। তারা আমদানিও করে না। আমরা ভুটানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিম্নমানের কমলা আমদানি করে থাকি, যা ৪-৫ মাস ধরে খাই। অথচ এ কমলার স্বাদ পানসে, খেলে মিষ্টি লাগে না। আমাদেরকে দেশীয় ফল চাষ সম্প্রসারণ ও দেশি ফল খাওয়ার মানসিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে।

কৃষির সাফল্যে কৃষকের অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে ফসলের বিপ্লবের পেছনে মূলত কৃষকদেরই অবদান বেশি। তবে এ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের অবদানও কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সাফল্যের কথা প্রচার করা হয় না। কৃষি বিজ্ঞানীরা ১৫-২০ বছর ধরে কাজ করেও পদোন্নতি পায় না। আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ইনসিটু পদোন্নতির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। আশা করছি এটি হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের ২০-২১ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় তারা নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার কিনতে পারে না। দুধ, ডিম উৎপাদন করে অন্যের হাতে তুলে দেয়। নিজের ছেলেমেয়েদের মুখে দিতে পারেন না। সরকার এ অবস্থা পরিবর্তনে কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

দেশে বিনিয়োগ সুবিধা প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ১০০টি ইপিজেড করা হচ্ছে। এখানে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এক্ষেত্রে কিছু করতে হবে না। দেশে শিল্প গড়ে তোলার উপযোগী পোর্ট, রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো যথেষ্ট উন্নয়ন হচ্ছে। দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত। এ কারণে দেশে রপ্তানি ও বিনিয়োগ বাড়ছে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষির অবদান আগের চেয়ে কমে বর্তমানে ১৪-১৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ম্যানুফ্যাচারিং সেক্টরের সম্প্রসারণ হলে কৃষির অবদান বাড়বে। আমাদের মাথা পিছু আয় বেড়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মাথা পিছু আয় ৫ হাজার ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। দানাজাতীয় ফসলে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। চালে উদ্বৃত্ত। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা এখন নিরাপদ পুষ্টিমানের খাবার দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল মুঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) পুলের সদস্য কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ফারুক আহমদ।

কৃষিই সমৃদ্ধি

দেশি সুগন্ধি চাল

দেশের উন্নতি যদি চাই মনে প্রাণে
আঙিনা সুরভিত হোক দেশের ধানে

বিশেষ জাতের ধান থেকে সুগন্ধি চাল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধান আবাদের প্রচলন আছে। প্রধানত পোলাও, বিরিয়ানি, কাচ্চি, জর্দা, ভুনা-খিঁচুড়ি, ফিরনি, পায়েসসহ আরও নানা পদের সুস্বাদু ও দামি খাবার তৈরিতে সুগন্ধি চাল বেশি ব্যবহার হয়। বিয়ে, পূজা-পার্বণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়। অনেক সচ্ছল পরিবারে, বনেদি ঘরে সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ, বাংলামতি) সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়ার রেওয়াজ অহরহ দেখা যায়। চাইনিজ, ইতালিয়ান, থাই ইন্ডিয়ান হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল-মোটেল, পর্যটন কেন্দ্রে প্রধানত ভাত, পোলাও নানা পদের খাবার পরিবেশনে সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দেশি অতি উন্নতমানের সুগন্ধি চালের জাতগুলো সম্পর্কে ধারণা ও প্রচারণার অভাব থাকায় এসব নামি-দামি হোটেলে আমাদের জনপ্রিয় সুগন্ধি ধানের জাতগুলোর পরিবর্তে বিদেশি বাসমতি জাতের চাল ব্যবহার প্রচলন দেখা যায়। অথচ নিজ দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

সুগন্ধি চালের জাত

বিভিন্ন জেলায় অঞ্চলভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধানের জাত আছে। জাতগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অতি সুগন্ধি। এ জাতগুলো প্রধানত চিনিগুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, তুলসীমালা, বাদশাভোগ, খাসখানী, বাঁশফুল, দুর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাখরী অন্যতম। হালকা সুগন্ধযুক্ত জাতগুলোর মধ্যে পুনিয়া, কামিনীসরু, জিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুঁড়া, মধুমাধব, গোবিন্দভোগ, দুধশাইল প্রধান। প্রচলিত জাতগুলোর বেশির ভাগই হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণত উচ্চফলনশীল জাতের তুলনায় অনেক কম। ব্রি উদ্ভাবিত বাংলাদেশে আবাদকৃত উচ্চফলনশীল সুগন্ধি জাতগুলো হলো বিআর ৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বাংলামতি (ব্রি ধান৫০) ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৯০, বিনাধান-৯, বিনাধান-১৩ এসব।

বাংলাদেশের বাংলামতিসহ সুগন্ধি ধানের বৈশিষ্ট্য

* বাংলামতি ধানের চাল ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি ধানের চালের সমকক্ষ। সুপার ফাইন অ্যারোমেটিক রাইস হিসেবে বিশ্বব্যাপী ভারত-পাকিস্তানের বাসমতি চালের যে জনপ্রিয়তা, সুনাম রয়েছে ঠিক সে চালই পাওয়া যাবে বাংলাদেশের বাংলামতি ধান থেকে;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত বাংলামতিসহ অন্যান্য সুগন্ধি চালের বাজারমূল্য আমদানিকৃত সুগন্ধি চালের থেকে অনেক কম, তাই বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই সাশ্রয়ী। অন্যদিকে এর গুণগতমান আমদানিকৃত চাল থেকে কোনো অংশেই কম নয়;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত সুগন্ধি চালে অ্যামাইলেজ কম থাকায় ভাত হয় ঝর ঝরে ও দৃষ্টিনন্দন;
* আমাদের দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল বর্তমানে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে;
* আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন সুগন্ধি চালের গড় দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলার। সুতরাং বাংলামতিসহ অন্যান্য দেশীয় সুগন্ধি চাল ব্যবহার বাড়ালে আমাদের আমদানি খরচ অনেক কমে যাবে;
* সুগন্ধি চালের দেশীয় বাজার চাহিদা বাড়ালে কৃষকের সুগন্ধি চালের উৎপাদন ও এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া, কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করুন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু, সাথী ফসল ও গুড় উৎপাদনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিবিদ আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম সচিব), সদস্য প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (৩য় পর্যায়) রাঙ্গামাটি উপকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু, সাথী ফসল ও গুড় উৎপাদনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা-২০১৯ রাঙ্গামাটির আশিকা কনফারেন্স রুমে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিএসআরআই কেজিএফ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. এবিএম মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম সচিব), সদস্য প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল ভূমির পরিমাণ খুবই কম বিধায় আখ চাষের জন্য যেটুকু উপযোগী জমি আছে সেখানে পরিকল্পিতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ করে পার্বত্যবাসীর চাহিদা পূরণ করতে হবে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনা কম থাকায় কৃষকদের মাঝে তামাক চাষের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তামাকের বিকল্প হিসেবে ইক্ষু চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সম্পসারণ কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে।

সভাপতি বলেন, পার্বত্য এলাকায় আখের সাথে বিভিন্ন সাথী ফসল যেমন গোলআলু, রাইশাক, মুলা, মিষ্টিআলু, ফরাসি শিম, সরিষা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, আমিলাশাক ইত্যাদির চাষ বেশ লাভজনক হওয়ায় কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তিটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ হুমায়ুন কবীর, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি এবং কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এবং কৃষক-কৃষানিরা অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীতে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, রাজশাহী

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত কৃষিবিদ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, ডিএই

চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকার এর আয়োজনে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজশাহী কৃষি অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে পার্টিপয়েন্ট হলরুমে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী আর পধান অতিথির চেয়ার অলংকৃত করেন কৃষিবিদ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।

প্রধান অতিথি তাঁর বলেন, বীজ হতে হবে মানসম্মত। খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণে সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ডাল, তেল ও মসলা বীজ চাষে কৃষক লাভজনক ফসল হিসেবে এর আবাদ সম্প্রসারণ করছে। এ ছাড়া রাজশাহী অঞ্চলে বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযোগী আবহাওয়া বিরাজ করে। এ ছাড়া তিনি প্রকল্পে সুবিধাভোগী কৃষকদের নিয়ে "এসএমই" গঠন এবং এদের টেকসই কর্মকাণ্ড যেন বজায় থাকে, এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তনি এসএমই রেজিস্ট্রেশন বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেন।

কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বগুড়ার মসলা গবেষণা কেন্দ্র, ইশ্বরদীর ডাল গবেষণা কেন্দ্র এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ কর্মকাণ্ড সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন এবং প্রকল্পের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালায় কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পাবনায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধানদের

প্রথম পাতার পর

বগুড়া অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো.আরশেদ আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী সুগারক্রপ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আমজাদ হোসেন, ঈশ্বরদী এটিআই এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম, ঈশ্বরদী ডাল ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর পরিচালক কৃষিবিদ রইচ উদ্দিন চৌধুরী মতবিনিময় সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফল গবেষণা, ধান গবেষণা, গম গবেষণা, এসআরডিআই, সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র, ইক্ষু গবেষণা, বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিএমডিএ, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা

শেষ পাতার পর

সে লক্ষ্যে রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলের চর ও দারিদ্র্য প্রবণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পুষ্টি ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ আদর্শ গ্রাম গঠনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট একত্রে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে।

একই তারিখে বিকেলে আয়োজিত রংপুরের সম্মেলন কক্ষে "বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের" আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন, দেশীয় ও প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় অনেক ফল এখন আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কারণ বাংলাদেশের মাটি অনেক ধরনের ফল বাণিজ্যিকভাবে আবাদ উপযোগী। কৃষকদের স্থান উপযোগী ফল ও ফলের জাত নির্বাচন এবং আবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের পরামর্শ প্রদান করলে বাংলাদেশ থেকেও গুণগত মানসম্পন্ন ফল রপ্তানি করা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ মেহেদী মাসুদ জানান দেশের ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রমের দিক তুলে ধরার পাশাপাশি জলাশয়ে ভাসমান ফুলের চাষ, লেবুজাতীয় ফলগাছের গোড়া থেকে অবাঞ্ছিত শাখা বের হওয়া রোধে কালো পলিথিনে মুড়িয়ে দেয়া, খাটো জাতের নারিকেল, জাম্বুরা, পেয়ারার চাষ বিষয়ে নতুন কিছু প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত করেন। বেলকনিতে টবে পান গাছ রোপণ করলে মশা তাড়ানোর বিষয়টিও তিনি কর্মশালায় উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুরে আয়োজিত কর্মশালা দুটিতে রংপুর অঞ্চলের পাঁচটি জেলাসহ রংপুর অঞ্চলের দুটি ও রাজশাহী অঞ্চলের একটি জেলার মোট আটাশটি উপজেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, নির্বাচিত কৃষকগণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। দুটি কর্মশালাতেই সভাপতিত্ব করেন রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী।

গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না হলে কৃষি থাকবে না। কৃষক কম দামে পণ্য বিক্রি করেন অথচ বেশি দাম দিয়ে কেনেন।

অনেক সময় দেখা যায় কৃষকদের পণ্য ধনীরা কিনে গুদামজাত করে। ফলে কৃষক লাভবান না হয়ে অন্য কেউ লাভবান হয়। যখন ঘরে ধান উঠে তখন ৩০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করে কৃষক। পরবর্তীতে সে চাল কৃষক ৩০ টাকার পরিবর্তে ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় কেনেন। বছরে ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। জমি সংকটের কারণে দেশে চাহিদা অনুযায়ী ভোজ্যতেল উৎপাদন হচ্ছে না। ভোজ্যতেল করতে হলে গম ও আলু উৎপাদন কমে যাবে।

কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে দাবি করে কৃষি সচিব বলেন, বিশ্বের সব জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত। প্রতিনিয়তই জমি হারিয়ে যাচ্ছে। দেশে নদীভাঙ্গন বেড়েছে। এক সময় ১ কিলোমিটার ক্যাচমেন্ট নিয়ে যমুনা প্রবাহিত হয়েছে, সেই নদী এখন ১৪ কিলোমিটার ক্যাচমেন্ট নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে কৃষকের জমি বিলীন হচ্ছে। নদী খনন করা জরুরি।

তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের মতো কৃষি সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের এআইপি (এগ্রিকালচারাল ইম্পরট্যান্ট পারসন) দেয়া হবে। কৃষি কাজ ও উৎপাদনে আগ্রহ বাড়াতে এই প্রণোদনা দেয়া হবে। সিআইপির (কমার্শিয়াল ইম্পরট্যান্ট পারসন) মতো এআইপিরাও ভিআইপি জোনে সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে।

রাজশাহী অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অফিস প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভা

কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ হিল কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী নওদাপাড়া এনসিডিপির সম্মেলন কক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজশাহী অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অফিস প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী, অতিরিক্ত পরিচালক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারেরকৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

প্রধান অতিথি বলেন, রাজশাহী অঞ্চলে ফল ও সবজির আবাদ বাড়াতে হবে। আলুর জমি কমিয়ে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভুট্টার উৎপাদন ১ কোটি টন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠ পর্যায়ের সব কর্মচারীকে একযোগে কাজ করতে হবে। নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং গ্রিন হাউজে সবজি চাষে কৃষক ভাইদের এগিয়ে নিতে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। তিনি নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র দ্রুত তৈরির পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া তেল ফসল উৎপাদনসহ রবি মৌসুমে শস্য বহুমুখীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

তিনি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকাণ্ড এবং মাঠ সমস্যার তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এর সম্ভাব্য সমাধান বের করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। উন্নত জাত সম্প্রসারণ ও আবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। মাল্টা আবাদ বৃদ্ধি করে এর আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বিএমডিএ, এসসিএ, ধান, গম ও ফল গবেষণা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ইক্ষু গবেষণা, এসআর-ডিআইসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, কৃষিতে সুবিধা দিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা তৈরি হচ্ছে। এটি পাস হলে কৃষক বিনা সুদে ঋণ পাবেন। তিনি কেবল ঋণের আসল ব্যাংককে পরিশোধ করবেন। সুদ দেবে সরকার। আমরা চাই লাভজনক ও নিরাপদ কৃষি। এনিয়ে কাজ চলছে। ঢাকার মার্কেট টার্গেট করে রাজধানীর আশপাশে নিরাপদ ফসলের মার্কেট গড়ে তোলা হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. মো. নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য দেন কৃষি বিপণন অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. ইউসুফ, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আবুল কালাম আযাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সেরেজমিন উইংয়ের পরিচালক চন্ডী দাস কুন্ডু। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা
❑ আশ্বিন-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কৃষি সচিব

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। বর্তমানে হেক্টরে উৎপাদন হয় ২ দশমিক ৬৬ মেট্রিক টন। যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ দশমিক ৩২ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে তিন ফসলি জমিকে চার ফসলি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে 'সাংবাদিকদের আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার' শীর্ষক তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, এ লক্ষ্য পূরণে বর্তমানে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কৃষক উৎপাদিত পণ্যে সঠিক দাম পাচ্ছে না এটা দিবালকের মতো সত্য।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রংপুরে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ খোন্দকার মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, রংপুর

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুরের সম্মেলন কক্ষে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" এর আওতায় আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ। প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, এখন লক্ষ্য পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষকের জানালা অ্যাপস

উদ্ভাবন, পরিকল্পনা ও ডিজাইন, কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল মালেক, ডিএই

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ভাবিত কৃষকের জানালা মোবাইল অ্যাপস। কৃষকের জানালা বা ডিজিটাল সিস্টেম অব প্ল্যান্টস প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) কৃষকদের ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। ফসলভিত্তিক নানা সমস্যার চিত্র যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে ছবি দেখে কৃষক নিজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান মনিটরে ভেসে উঠবে। এখানে মাঠ ফসল, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য গাছের রোগবালাই, পোকামাকড়, সারের ঘাটতি বা অন্যান্য কারণে যেসব সমস্যা হয়; সেসব সমস্যা ও তার সমাধান যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সমস্যার একাধিক ছবি এবং কমপক্ষে একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ছবি যুক্ত করা হয়েছে; যাতে কৃষক সহজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারে। এখানে ১২০টি ফসলের ১০০০টিরও বেশি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

কৃষকের জানালা মোবাইল অ্যাপস Play store এ 'Krishoker Janala' লিখে সার্চ দিন অথবা কৃষকের জানালার মোবাইল অ্যাপসের লিঙ্ক https://goo.gl/wcn8ou

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd